ভালো কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবনকারীর বর্ণনা

হাদীস নং-১৭১ (রিয়াদুস সালেহীন)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃআমরা একদিনের প্রথম অংশে হযরত রাসুলুল্লাহ(সাঃ) -এর দরবারে ছিলাম। তখন একদল ব্যক্তি তাঁর কাছে এল।

তাদের দেহ ছিল অর্ধ-উলঙ্গ। চট কিংবা আ'বা পরিহিত ছিল তারা। তাদের গলায় তরবারীও ঝুলানো ছিল। তাদের অধিকাংশই বরং সবাই ছিল মুদার গোত্রের ব্যক্তি।তাদের দুরবস্থা দেখে হযরত রাসুলুল্লাহ(সাঃ)-এর চেহারা মুবারকের রঙ বিগড়ে গেল।এরপর তিনি ঘরের ভেতর গেলেন।পরে বের হয়ে এসে হযরত বেলাল(রাঃ)-কে আযান দিতে বললেন।হযরত বেলাল(রাঃ) আযান ও ইকামাত দিলেন। এরপর হযরত রাসুলুল্লাহ(সাঃ) নামায শেষে এক বক্তৃতায় বলেন যেঃ "হে জনতা তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি জান হতে পয়দা করেছেন এবং তার হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর উভয় হতে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে মহান আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজ নিজ

অধিকার দাবি করো। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হতে সতর্ক থেকো। আল্লাহ্ পাক অবশ্যই

তোমাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন"।(সুরা নিসাঃ১)।

তিনি সুরা হাশরের শেষের দিকের নিম্নোক্ত আয়াতটিও তেলাওয়াত করলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে, সে আগামী দিনের(আখিরাতের) জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।তোমরা যা করছ আল্লাহ তার সংবাদ রাখেন"।(এরপর তিনি বলেন)প্রত্যেক ব্যক্তির সমীচীন যেন সে তার দীনার(স্বর্ণমুদ্রা) তার দিরহাম(রৌপ্যমুদ্রা) তার বস্ত্র, তার গম এবং তার খেজুর হতে দান করে।তিনি এমনকি একথাও বলেছেন,এক খণ্ড খেজুর হলেও তা দান করো। এরপর একজন আনসারী এক থলে খেজুর নিয়ে এল। থলেটি বয়ে আনতে তার হাত অপারগ হবার উপক্রম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। এরপর জনতা একের পর এক দান করতে থাকে। অবশেষে

আমি বস্ত্র ও খাদ্যের দু'টি ইস্তূপ দেখতে পেলাম। এমনকি হযরত রাসুলুল্লাহ(সাঃ)-এর মুবারক চেহারার নূর নতুন চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছে। তা যেন সোনালী রঙে রূপান্তর হয়ে গেছে। হযরত রাসুলুল্লাহ(সাঃ)তখন বলেনঃ যে ব্যক্তি

ইসলামে কোন ভাল প্রথার প্রচলন করে সে তার বিনিময় পাবে এবং এরপরে যারা সে প্রথা অনুযায়ী কর্ম করবে তাদের বিনিময় পরিণামও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের (পরবর্তীদের)বিনিময় হতে বিন্দুমাত্র কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কু-প্রথা প্রচলন করবে তার অপর এর (পাপের) বোঝা চেপে বসবে এবং এরপরে যারা সে প্রথা অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বোঝাও তার অপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের (পরবর্তীদের)বোঝা হতে বিন্দুমাত্র কমবে না।(মুসলিম-১০১৭, তিরমিযী-২৬৭৫, নাসায়ী-২৫৫৪, ইবনে মযা-২০৩, আহমদ-১৮৬৭৫,১৮৬৯৩, ১৮৭০১, ১৮৭২৪, দারেমী- ৫১২, ৫১৪)।